পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত

বিড়ম্বনা

পরিবেশনা এস·বি· ফিল্মস্

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্স এর তৃতীয় নিবেদন।

বিজয়িনী

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পলাশ বন্দোপাধ্যায়**

কাহিনী : **ডাঃ বিশ্বনাথ রায়।** সঙ্গীত : **চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়**

অভিনয়ে : **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, রঞ্জিৎ মল্লিক, অনিল চট্টোপাধ্যায় ভানু বন্দোপাধ্যায়,** কাজল গুপ্ত, সান্ত্বনা বসু, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, টিংকু চৌধুরী, মাঃ রানা, সোমা চাকী, সঞ্জয় দাস, সুবল দাস, বিভূতি নন্দী, দিলীপ দে, প্রবোধ মুখোপাধ্যায় নিতাই রায়, সন্তু চৌধুরী, লাকু সেন, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর চক্রবর্তী, চঞ্চল মিত্র, অজিত লাহিড়ী, নীপু মিত্র, রমেন রায়চৌধুরী, মিস ডেনিস মেইলজার, মিস হরাইরো মেইলজার, সোমা মুখোপাধ্যায়, মলয়া ভট্টাচার্য্য ও কিংশুক রায়।

আলোকচিত্রশিল্পী : **দীপক দাস।** সম্পাদনা : **কালিপ্রসাদ রায়।** কর্মসচিব : **শম্ভু মুখোপাধ্যায়।** শব্দ গ্রহণ : **বাবু সেনগুপ্ত।** সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : **সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই।** শিল্প নির্দেশনা : **সুরথ দাস।** রূপসজ্জা : **ভীম নস্কর** কেশশিল্পী : রীতা দে। সাজসজ্জা : গণেশ দাস। পরিচয়লিপি : দিগেন স্টুডিও। স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ। সহযোগী চিত্রনাট্য : বরুন দাশগুপ্ত প্রচার সচিব : কল্যানী দত্ত। প্রচার অংকন : ভিজাইন, নির্মল রায়। ভবানীপুর লাইট হাউস। পালিত, এ কে কনসার্ণ। ভেনাস প্রসেস। প্রেস-লিংক। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন।**

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : মণি ভট্টাচার্য্য, বরেন চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম দাশগুপ্ত। আলোকচিত্রে : শংকর চট্টোপাধ্যায় ও সুবীর রায়। সম্পাদনায় : স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায় ও মলয় বন্দোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় : পুলিন সামন্ত ও পতিরাম মণ্ডল। শব্দগ্রহণে : প্রতাপ পণ্ডিত। শিল্পনির্দেশনায় : সোমনাথ চক্রবর্তী। রূপসজ্জায় : অজিত মণ্ডল। সঙ্গীতে : দিলীপ রায়। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, শংকর দাস, বাদল সরকার, দেবেন দাস, সুখরঞ্জন দত্ত। প্রচারে : ইন্দ্রানী দত্ত। ধীরেন দাসগুপ্তর তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত। আর,এস, শুক্লার তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রতিলাল মাজোতিয়া, বিদ্যা চাওলা, এস, সি, মিত্র, সমিত গুপ্ত, রবি চাওলা, এলবার্ট ডেভিড লিঃ, রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, বিবেকানন্দ সুইট্স (দীঘা) নিউ কেনিলওয়ার্থ হোটেল, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সেনকো জুয়েলার্স, রাঙাজবা কেমিক্যালস্, ডিরিনা কেমিক্যালস্, জয়ন্ত প্যাটেল, এস,এন, প্যাটেলও প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়।

গান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রচলিত। কণ্ঠ সঙ্গীতে : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শক্তি ঠাকুর ও তিলক মুখোপাধ্যায়।

● **বিশ্ব পরিবেশনা : এস, বি, ফিল্মস্।** ●

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্স-এর

'বিজয়িনী'

কাহিনী : **ডাঃ বিশ্বনাথ রায়** সঙ্গীত : **চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়**

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, পরিচালনা : **পলাশ বন্দোপাধ্যায়**

চিরশ্রী লেখাপড়া জানা উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়ে। কিন্তু সে প্রেমে পড়ে গেল নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে প্রিয়রঞ্জন রায়চৌধুরীর। বাড়ীর অমতে চিরশ্রী প্রিয়রঞ্জনকে বিয়ে ক'রে বাড়ী ছেড়ে দুজনে বাসা বাঁধলো। রত্নাকর প্রিয়রঞ্জনের বন্ধু—সহোদর প্রতিম।

স্বামী-স্ত্রীর সংসার—ছোট্ট সংসার-সুখের সংসার। দিন তরতর ক'রে এগিয়ে গেলো-সংসারে নতুন মুখ এলো মা-বাবার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তার নাম রাখা হলো শ্রীরঞ্জন। কিন্তু এত সুখ বেশীদিন স্থায়ী হলো না। প্রিয়রঞ্জন, চিরশ্রী-রত্নাকর-এর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলে যেতে লাগলো। একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো। চিরশ্রী প্রতিবাদ করলো। বললো, রত্নাকর তাদের পারিবারিক উপকারী বন্ধু, তাদের সম্পর্ক পবিত্রতম সম্পর্ক। চিরশ্রীর কথায় আগুনে ঘি পড়ার মত প্রিয়রঞ্জন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। দুজনের মাঝখানে নেমে এলো বিচ্ছেদ। প্রিয়রঞ্জন স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ ক'রে বাড়ী ত্যাগ করলো।

চিরশ্রী কিন্তু ভেঙ্গে পড়লো না। সে লেখাপড়া জানা আধুনিকা-তাঁর কাঁদবার সময় কোথায়। সে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়লো। কেমেষ্ট্রী অনার্সের ছাত্রী-প্রসাধন সামগ্রী তৈরীর কাজে লেগে গেলো। উঠলো-পড়লো-আবার উঠলো একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। রত্নাকর ও চিরশ্রীর জীবনে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে রইলো—ভাই-এর মতো, বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য নেমে এলো প্রিয়রঞ্জনের জীবনে। মন্দ-সহকর্মীর প্ররোচনায় অফিসের টাকা ভেঙ্গে রেস খেলতে গিয়ে জেলখানায় চ'লে গেল। দীর্ঘ তিন বছর পর জেল থেকে ফিরে স্ত্রী-পুত্রের সন্ধানে ছুটে গেলো-কিন্তু স্ত্রী-পুত্র তখন অনেক দূরে সরে গেছে। বিবেকের দংশনে, অনুশোচনায় প্রিয়রঞ্জন প্রায় পাগল হ'য়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো যদি স্ত্রী-পুত্রের দেখা পাওয়া যায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন কলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে গেল।

এর মধ্যে দীর্ঘ পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। ছেলে বড় হয়ে বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মাকে সাহায্য করছে। বাড়ীতে ছেলের বউ এসেছে। চিরশ্রী সব পেয়েছে—অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিরাট শূন্যতা আর্ত-চীৎকার ক'রে নিঃশব্দে মাথা কোটে। যন্ত্রের মত চিরশ্রী সব কিছুই করে করতে হয় বলেই করে—কিন্তু মন কাঁদে স্বামীর জন্যে। পরণে বৈধব্যের বেশ, ভোগে বৈরাগীর উদাসীনতা, জেলখাটা স্বামী সম্বন্ধে ছেলে, ছেলের বউকে বলে,—উনি একজন সত্যিকারের বিরাট লোক ছিলেন। তবু মন কাঁদে, প্রিয়রঞ্জনের জন্যে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে। পার্থিব জগতের সব কিছু পেয়েও মনে হয় কি একটা যেন পায়নি। মাঝে মাঝে বিস্বাদ লাগে সব কিছু।

চিরশ্রীর কোম্পানীর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব হলো। ঘটা ক'রে বোনাস দেওয়া হলো শ্রমিক-কর্মচারীদের। খবরের কাগজে চিরশ্রীর ছবিও ছাপা হলো। সেই খবরের কাগজ হাতে পড়লো প্রিয়রঞ্জনের। বিধ্বস্ত-বজ্রহত-ভগ্নপ্রায়। প্রায় ভিক্ষুকের মত প্রিয়রঞ্জন পায়ে পায়ে এসে উপস্থিত হলো চিরশ্রীর অফিসে। ঝড় শুরু হলো। চিরশ্রী এখন কি করবে? যতই ভালোবাসা থাক, তবু অফিসের টাকা ভেঙ্গে যে স্বামী জেলে যায় তাকে না করা যায় বিশ্বাস আবার না করা যায় গ্রহণ। কিন্তু ত্যাগ করতেও তো পারছে না। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে নিয়ে গিয়ে তুললো একটা হোটেলে। ইতিমধ্যে প্রিয়রঞ্জন কিন্তু অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে গেছে। সে শুধু স্ত্রীর একটু সান্নিধ্য চায়-ক্ষমা চায়-জীবনের শেষ কটা দিন স্ত্রীর হাতের যত্ন পেয়ে মরতে চায়। চিরশ্রী গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে—ছুটে যেতে চায় স্বামীর কাছে। কিন্তু বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সমাজ। এমনকি নিজের সন্তান পর্যন্ত। ছেলে মায়ের কাছ থেকে বারবার শুনে এসেছে—তার বাবা একজন বিরাট মানুষ ছিলেন এবং যিনি বহুদিন আগে মারা গেছেন। কাজেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মা-এর আর্ত কান্নাকে ছেলের মনে হলো ব্যাভিচারকে চাপা দেবার জন্যে অভিনয়। ছেলের শুধু একটাই কথা—জেল-ফেরৎ কয়েদীকে সে তার বাপের জায়গায় বসাতে পারবে না। কাজেই তার মাকে ঐ লোকটাকে ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু চিরশ্রীও হারবার জন্যে জন্মায়নি। সারাটা জীবন লড়াই ক'রে যে জিতে এসেছে, সে শেষ লড়াইটাও জিততে চায়।

চিরশ্রী কি সত্যিই জিততে পেরেছিল?.....

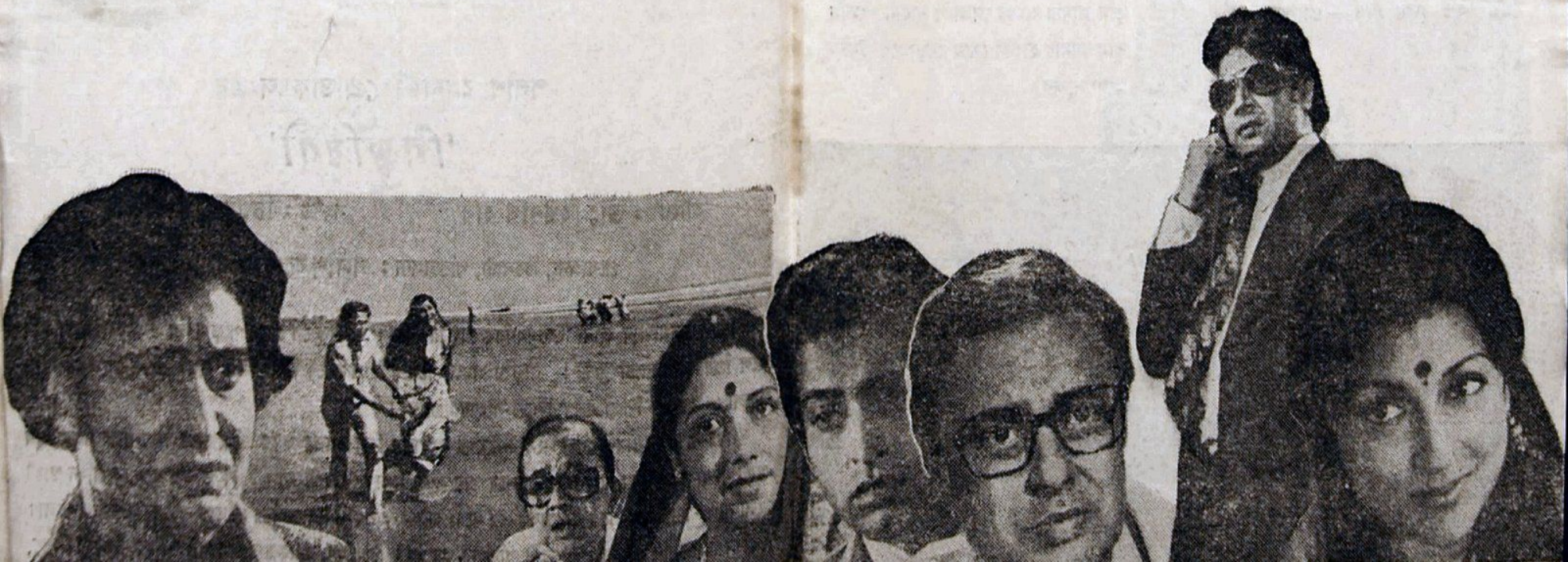

সঙ্গীত

(১)

"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—
পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন।

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

মুখানি তুলিয়ে চাও, সুধীরে মুখানি
তুলিয়ে চাও।
সখী, একটি চুম্বন দাও — গোপনে একটি
চুম্বন দাও ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

সোনা আমার জাদু আমার
আমার পোনামণি —

—প্রচলিত

(৫)

ওগো সুন্দরী, কার কথায় মন করছো ভারী
তুমি অড়র ডাল - তুমি বালাম চাল
তুমি আমার ঝিঙে পোস্ত জানি চিরকাল।
তুমি আমার এ্যালবার্ট ফ্যাশান ঘাড়ে ছাঁটা চুল
তুমি আমার সোনার বোতাম বুকের
গোলাপ ফুল।
তুমি আমার পান সিগারেট তুমি মটোরকার
কেমন ক'রে বলি বল তুমি কে আমার।
তুমি আমার আতর গোলাপ সাবান পমেটম
তুমি আমার হাওয়া খেয়ে বেড়াওরে টমট্‌ম্‌।
ওগো সুন্দরী.....

(৬)

ভালোবাসি, ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি ॥
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৭)

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৮)

ভুল কোরো না গো, ভুল
কোরো না,
ভুল কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না,
ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায় ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৯)

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি
আমার সকল ভালোবাসায় সকল
আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে তোমার কাছে যাইনি ॥

—রবীন্দ্রনাথ

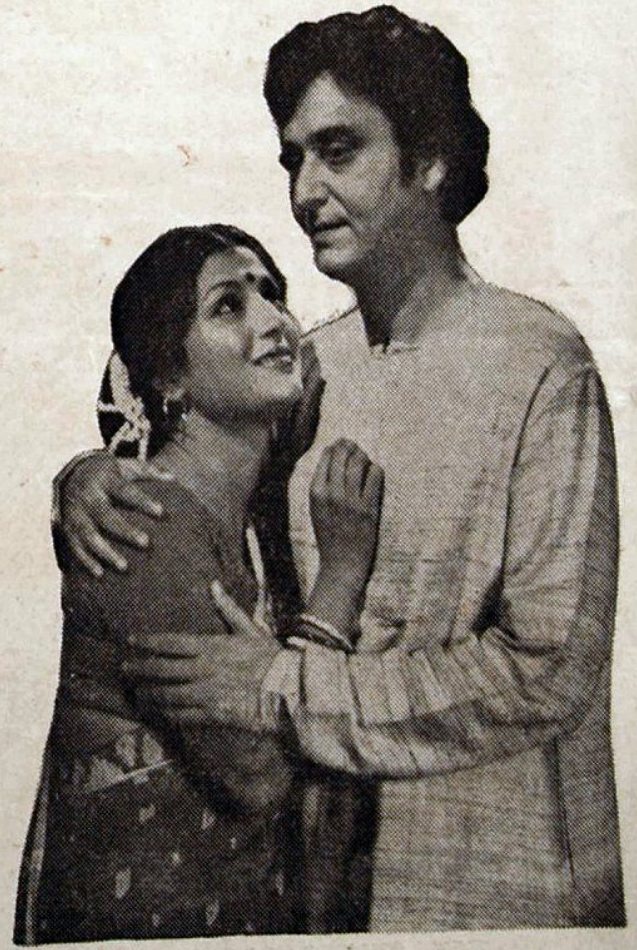

মুক্তি আসন্ন

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্সের
৪র্থ নিবেদন

তারাশঙ্করের

অগ্রদানী

রঙীন

প্রযোজনা·চিত্রনাট্য·পরিচালনা
পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত কালীপদ সেন

সৌমিত্র·সুমিত্রা·সন্ধ্যারায়·অনিল·ছায়া·প্রসেনজিৎ

পরিবেশনা/ শিবানী /এস·বি·ফিলমস

এস·বি·ফিলমস প্রযোজিত/পরিবেশিত

রাজেশ্বরী

রঙীন

কাহিনী
সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য/পরিচালনা **সলিল দত্ত**

মুনমুন সেন·দীপঙ্কর·তাপস·সমিত

নির্মীয়মান

এস, বি, ফিলমসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণে : প্রনব রায় কতৃক প্রেস·লিংক—১৮সি, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : **শ্রীপঞ্চানন** 5-6-82

যুগবার্ত্তা প্রেস কলিকাতা-৭০০০০৯